বেড়ানোর একদিন

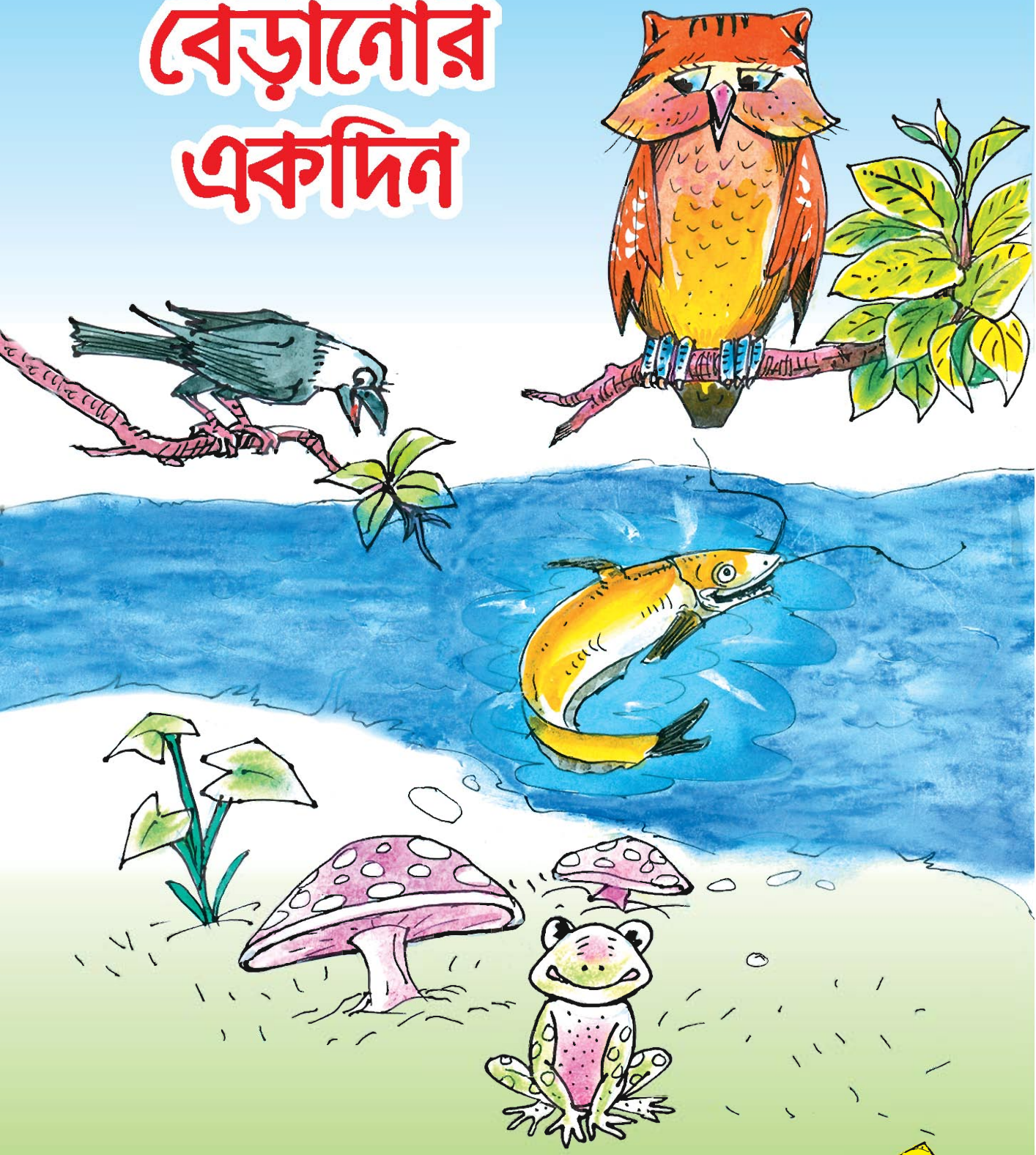

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে
প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রণীত

বেড়ানোর একদিন

সমন্বয় ও সম্পাদনা

শফিক আহমেদ শিবলী
উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

মোঃ মুরশীদ আকতার
গবেষণা কর্মকর্তা, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

ডা. মো: গোলাম মোস্তাফা
ইসিডি উপদেষ্টা, আগা খান ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইকবাল হোসেন
শিক্ষা উপদেষ্টা, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

চিত্রাঙ্কন
রেজাউন নবী

শিল্প নির্দেশনা
মুস্তাফা মনোয়ার

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত
(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০১৩

পরিমার্জিত সংস্করণ : জুলাই, ২০১৬

সার্বিক নির্দেশনায়
প্রফেসর মোঃ শফিকুর রহমান
চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

উন্নয়ন, অভিযোজন ও পরিমার্জনে
প্রফেসর ড. মোঃ আবদুল মান্নান, সদস্য (প্রাথমিক শিক্ষাক্রম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
সৈয়দ মাহফুজ আলী, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
লানা হুমায়রা খান, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
আবু হেনা মাশুকুর রহমান, গবেষণা কর্মকর্তা, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
মোঃ মাহফুজুর রহমান জুয়েল, শিক্ষা কর্মকর্তা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
ইকবাল হোসেন, শিক্ষা উপদেষ্টা, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
জান্নাতুন নাহার, প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট-ইসিডি, আই ই ডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

পরামর্শক
প্রফেসর কফিল উদ্দিন আহমদ

গ্রাফিক্স
অমল দাস

লেখক : ইকবাল হোসেন ও রেজাউন নবী

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

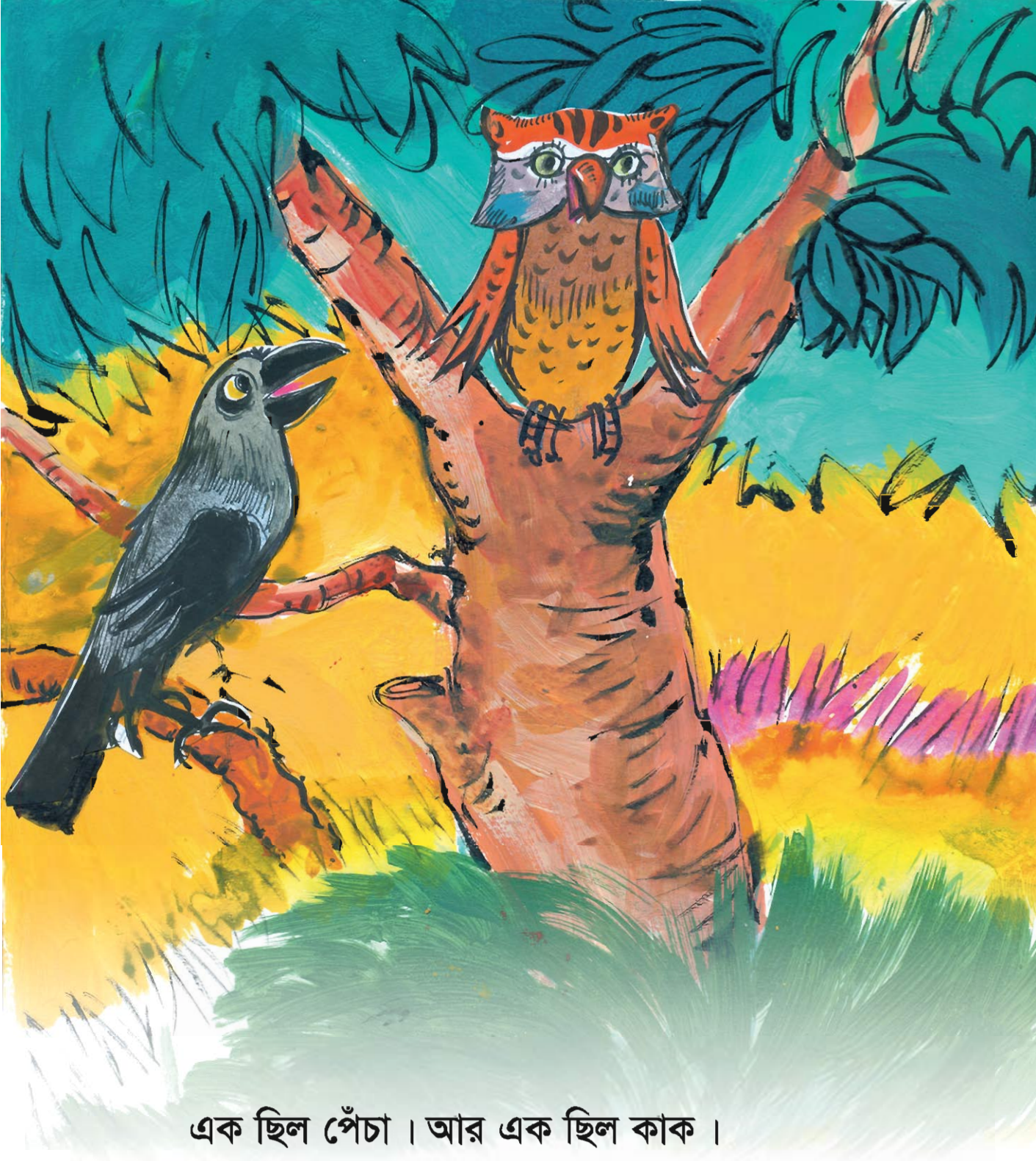

এক ছিল পেঁচা। আর এক ছিল কাক।
ওরা দুই বন্ধু।

তারপর থেকে ওরা চারজন বন্ধু হয়ে গেল ।

এদিকে পেঁচা আর কাক দুজনে মিলে ছোঁ মেরে ব্যাঙকে তুলে নিল ।

নদীতে ছিল বড় এক বোয়াল মাছ। সেখানে আরও আছে পুঁটি, টেংরা, শিং, মাগুর ও নানা রকমের মাছ।
তবে বোয়াল হলো রাজা। সবাই বোয়ালকে খুব ভয় পায়।

আনন্দ করতে করতে হঠাৎ বোয়ালের পিঠ থেকে
পেঁচা, ব্যাঙ আর কাক পড়ে গেল পানিতে ।

একটু পরে সবাই আনন্দে চেঁচিয়ে বলল, একি! পানির নিচে কত মাছ! অনেক রঙের মাছ! দারুণ তো!

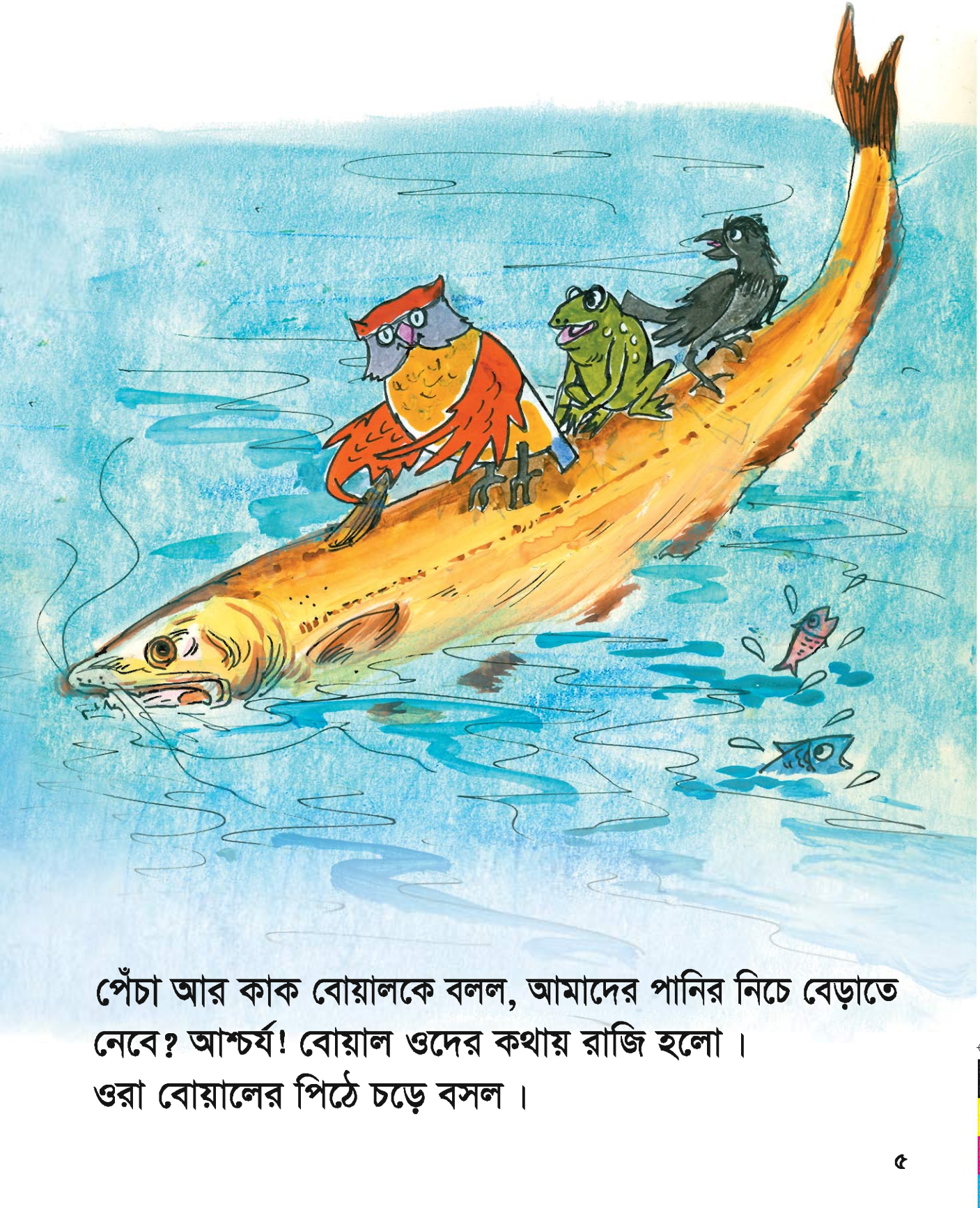

পেঁচা আর কাক বোয়ালকে বলল, আমাদের পানির নিচে বেড়াতে নেবে? আশ্চর্য! বোয়াল ওদের কথায় রাজি হলো।
ওরা বোয়ালের পিঠে চড়ে বসল।

একটু পরে সবাই আনন্দে চেঁচিয়ে বলল, একি! পানির নিচে কত মাছ! অনেক রঙের মাছ! দারুণ তো!

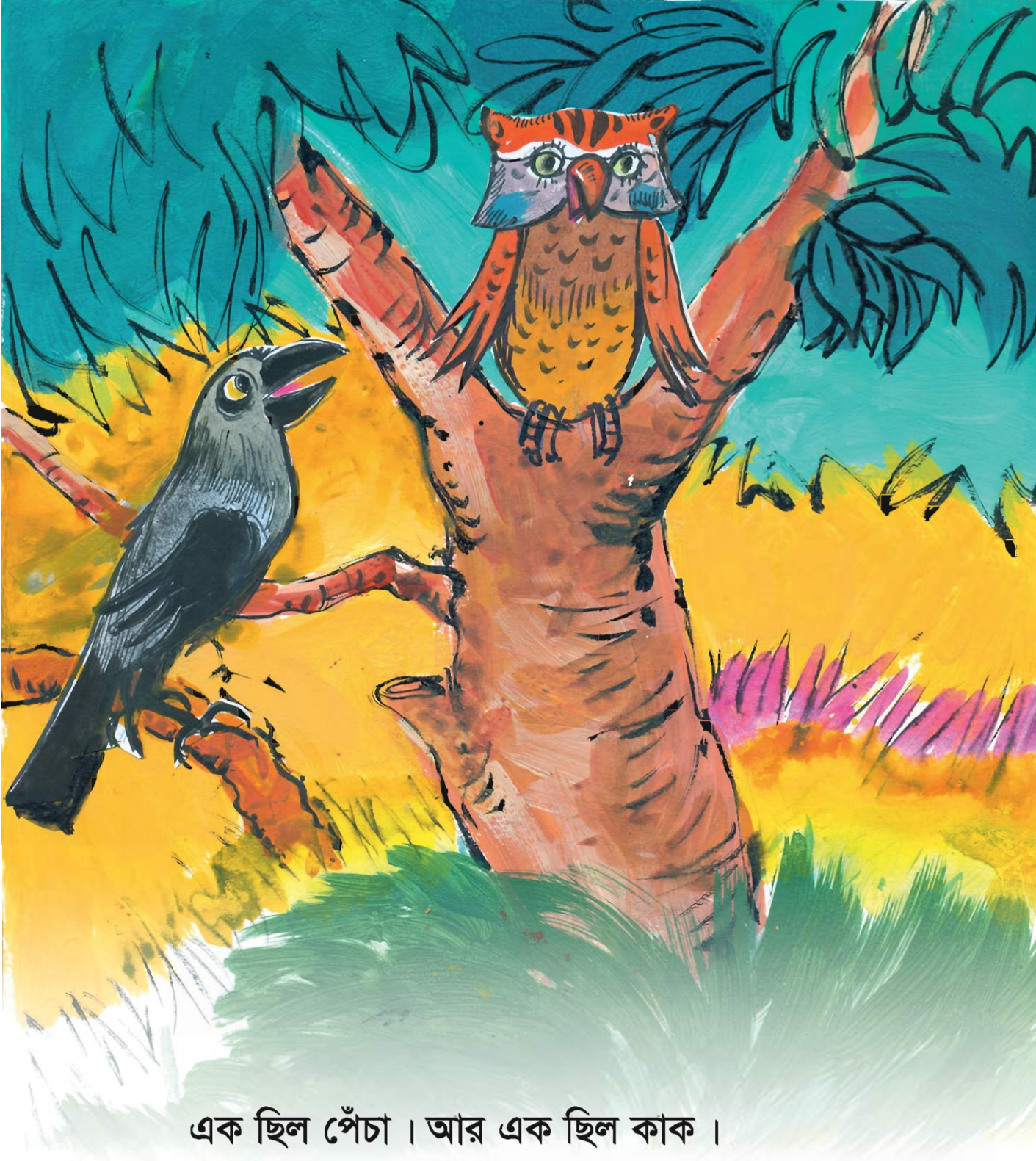

এক ছিল পেঁচা। আর এক ছিল কাক।
ওরা দুই বন্ধু।

পেঁচা আর কাক বেড়াতে খুব পছন্দ করে। একদিন ওরা পানির নিচে বেড়াতে যাবে ঠিক করল। উড়তে উড়তে নদীর তীরে পৌঁছাল ওরা।

সেখানে এক ব্যাঙের সাথে তাদের দেখা হলো।
ব্যাঙ বলল, আমিও যাব তোমাদের সাথে ।

নদীতে ছিল বড় এক বোয়াল মাছ। সেখানে আরও আছে পুঁটি, টেংরা, শিং, মাগুর ও নানা রকমের মাছ।
তবে বোয়াল হলো রাজা। সবাই বোয়ালকে খুব ভয় পায়।

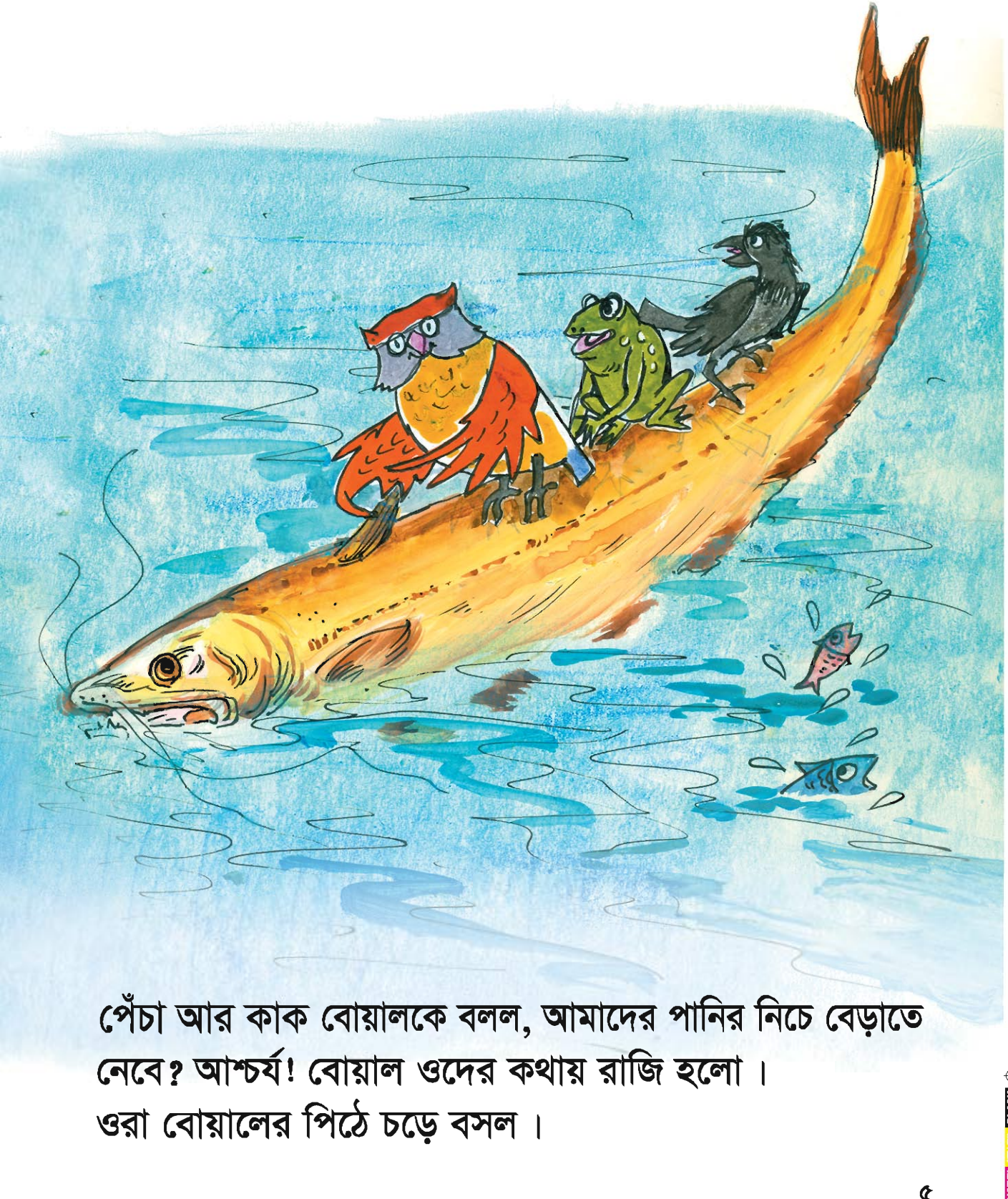

পেঁচা আর কাক বোয়ালকে বলল, আমাদের পানির নিচে বেড়াতে নেবে? আশ্চর্য! বোয়াল ওদের কথায় রাজি হলো।
ওরা বোয়ালের পিঠে চড়ে বসল।

বোয়লের পিঠে চড়ে যেতে যেতে
ওরা নদীর তীরে কাশফুল দেখল। দেখল পানির রং নীল।
পানিতে নিজেদের ছবি দেখল।

তারপর টুপ করে পানির নিচে চলে গেল। পেঁচা পাখা ছড়িয়ে দিল, ব্যাঙ কানে হাত দিল আর কাক অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

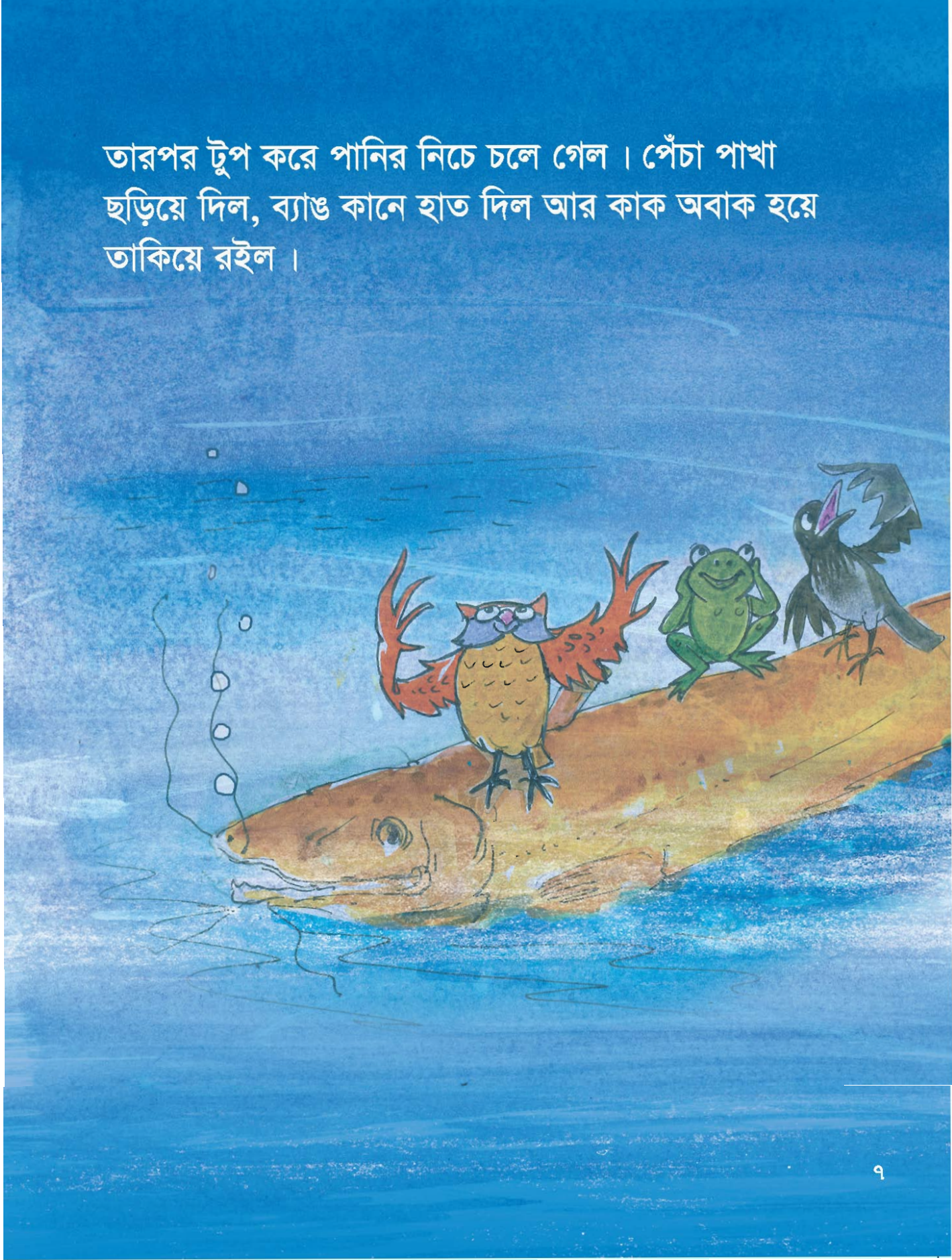

একটু পরে সবাই আনন্দে চেঁচিয়ে বলল, একি! পানির নিচে কত মাছ! অনেক রঙের মাছ! দারুণ তো!

আনন্দ করতে করতে হঠাৎ বোয়ালের পিঠ থেকে
পেঁচা, ব্যাঙ আর কাক পড়ে গেল পানিতে ।

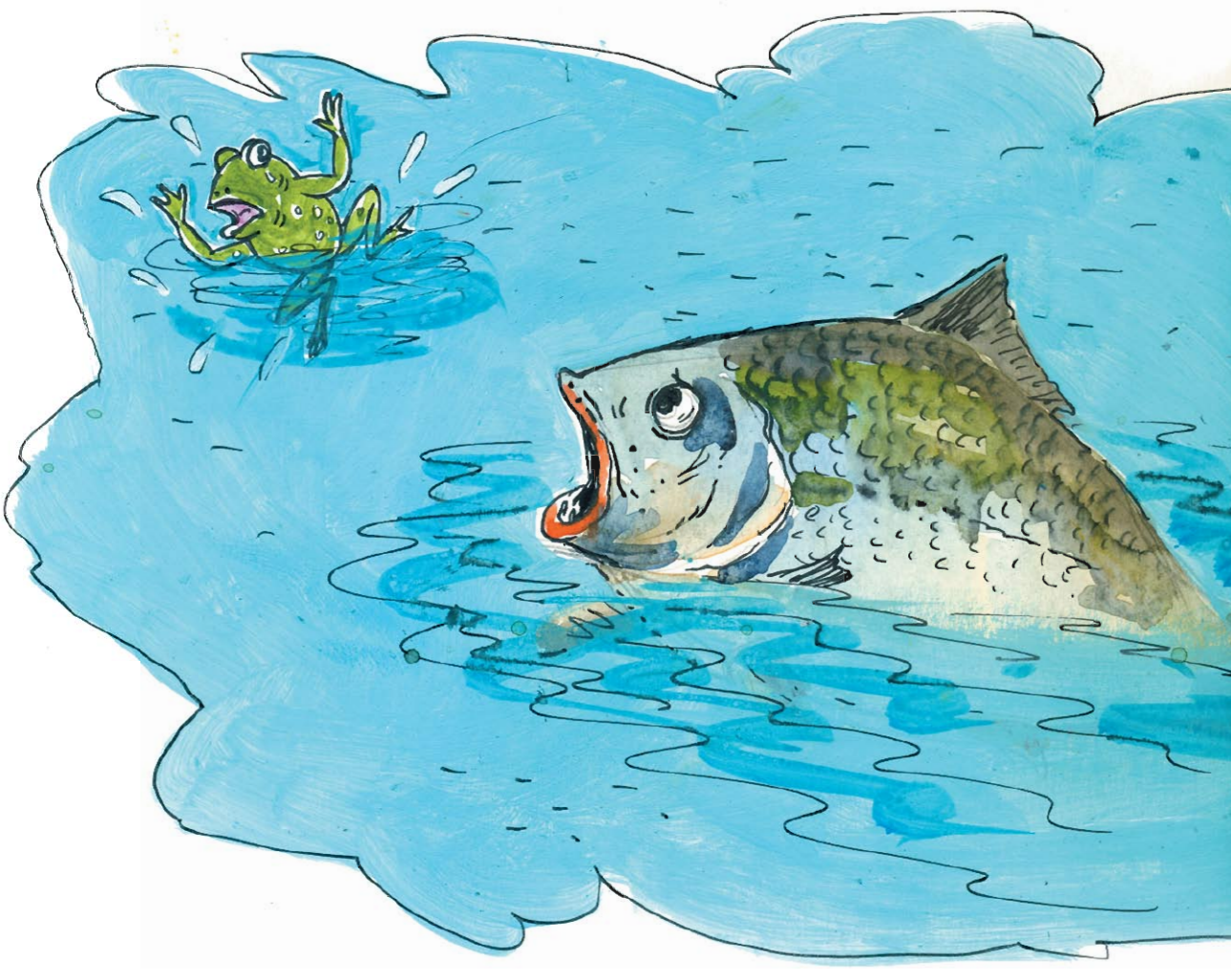

পেঁচা আর কাক কোনোমতে উড়ে পানি থেকে বেরিয়ে এলো। কিন্তু ব্যাঙ চিৎকার করতে লাগল, বাঁচাও বাঁচাও, কাতলা মাছ আমাকে খেয়ে ফেলল।

কাক আর পেঁচা ভাবছে, ব্যাঙকে বাঁচাতে হবে ।
বোয়াল রেগে কাতলা মাছের দিকে ছুটল ।
বোয়াল আর কাতলা মাছে লাগল ঝগড়া ।

এদিকে পেঁচা আর কাক দুজনে মিলে ছোঁ মেরে ব্যাঙকে তুলে নিল ।

তারপর থেকে ওরা চারজন বন্ধু হয়ে গেল ।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

২০১৭